09 JUL 1992

09 JUL 1992

তারিখ 09 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক বাংলা

74

09 JUL 1992

লণ্ড্রী কর্মচারী গুলিবিদ্ধ

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি

09 JUL 1992

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে বুধবার এক লণ্ড্রী কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ছাত্রলীগের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়।

দুপুরে জহুরুল হক হলের পুকুর ঘাটে কাজল (২০) নামে এই লণ্ড্রী কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হয়। তার বুকে গুলি লাগে। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর জহুরুল হক হল থেকে মোস্তফা মহসীন মন্টুর সমর্থক ছাত্রলীগ (আ-ল) কর্মীরা সলিমুল্লাহ হল লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সলিমুল্লাহ হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা পাল্টা গুলিবর্ষণের মাধ্যমে এর জবাব দেয়। প্রায় আধঘন্টা ধরে দুদলের মধ্যে ৭০/৮০ রাউণ্ড গুলিবিনিময় হয়।

গোলাগুলি চলাকালে মন্টু সমর্থকরা

(৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সলিমুল্লাহ হল দখল করে নিয়েছে বলে ক্যাম্পাসে গুজব ছাড়িয়ে পড়ে। জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা এসময় গুলিবর্ষণ করে সলিমুল্লাহ হলের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ফুলার রোডে পুলিশের বাধার মুখে তারা ফিরে যায়।

আহত কাজলকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে মহাখালী বক্ষব্যাধী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক।

জানা গেছে, কাজল ঘটনার আগের দিন মঙ্গলবার লণ্ড্রীর কাজে যোগ দেয়। তার গ্রামের বাড়ী কুমিল্লা জেলার মতলব থানায়।

ছাত্রলীগ (ম-ই) অভিযোগ করেছে যে, মন্টু সমর্থকদের গুলিতেই কাজল আহত হয়। কিন্তু ঘটনার দায় অন্যের উপর চাপানোর জন্য তারা সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করে।

ছাত্রলীগ (মু-ই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথ বলেন, মন্টু সমর্থকদের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে দুদলের গোলাগুলিতে কাজল আহত হয়েছে। ২৪ জুন রাতে জহুরুল হক হলে লাক্কু নামে এক বহিরাগত যুবক নিহত হওয়ার ঘটনাকেও তিনি মন্টু গ্রুপের সেমসাইড বলে উল্লেখ করেন।

অপরদিকে জহুরুল হক হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগ (আ-ল) অভিযোগ করেছে যে, সলিমুল্লাহ হলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে কাজল আহত হয়।

ছাত্রলীগ (আ-ল) এই ঘটনার প্রতিবাদে দুপুরে মিছিল নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে যায় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে। এখানে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের জিএস মাছুম আহমেদ কাজলের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানান।